শিলিগুড়ি পৌর এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকবৃন্দের
প্রতি মহানাগরিকের আবেদন

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে দু-একটি মহল থেকে প্রতিনিয়তই এ শহরের ডেঙ্গুর মতো একটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরীর অপচেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এর থেকে অনেকটাই ভিন্নতর। জলবায়ুর অস্বাভাবিক/অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের কারনে এবং ঘরবাড়ির বেশ কিছু অংশে জমে থাকা জলেই মূলতঃ ডেঙ্গু রোগ বহনকারী এডিস মশার লার্ভার জন্ম দেয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নর্দমা ইত্যাদির নোংরা জল নয় জমাটবদ্ধ পরিস্কার জলই ডেঙ্গুঁর আঁতুরঘর। এ বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করবার প্রয়াস বহু আগে থেকেই নেওয়া হয়েছে। পুর নিগম নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছেন, জমা জল পরিস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সচেতনতা মূলক লিফলেট বিলি চলছে । স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ বছর মে মাস থেকে এ পর্য্যন্ত মাসে দুবার করে প্রতিবারে গড়ে মোট ১,১৬,০০০/- বাড়িতে গিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচারকার্য্য চালিয়েছেন এবং জ্বরের পরিমাণ নিরীক্ষন করেছেন সেইমতো চিহ্নিত স্থান গুলিতে স্বাস্থ্য শিবিরও করা হচ্ছে। এ কাজ এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দুভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু ওয়ার্ডে আবাসনে তারা প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছেন না এবং ঘরের ভিতরে ঢুকে জমা জল পরিস্কার করতে কেউ কেউ দিচ্ছেন না। পুর নিগমের ইঞ্জিনিয়ারাও বহুতল সহ নির্মীয়মান বাড়িগুলিতে জল জমে আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে রির্পোট জমা দিচ্ছেন এবং রির্পোট পাবার পর চিহ্নিত গৃহকর্তাদের নোটিশ দিয়ে জমাজল নিষ্কাশনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পুর নিগম নিযুক্ত সাফাই কর্মীরাও প্রতিনিয়ত জঞ্জাল সংগ্রহ সহ ব্লিচিং পাউডার প্রদান এবং ফগিং মেশিন দিয়ে নির্দিষ্টস্থানে স্প্রে করছেন । রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রতিটি বোরো ভিত্তিক ২০ জন করে অস্থায়ী সাফাই কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। তারাও কর্মতৎপর রয়েছে। বোরো ভিত্তিতে ট্যাবলো সহযোগে প্রচার চালানো হচ্ছে। আবেদনের ভিত্তিতে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও সচেতনতামূলক প্রচার কার্যে যুক্ত করা হচ্ছে। তাদের আবশ্যকীয় সমস্ত সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করছে পুর নিগম। নার্সিংহোম এবং সরকারী হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু সন্দেহে ১৫০-২০০ রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হলেও ১০-২০ জনের রক্তেই মাত্র ডেঙ্গু রোগ ধরা পড়ছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। ডেঙ্গু নয় সাধারন ভাইরাস ঘটিত জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধুমাত্র জ্বরে আক্রান্ত হলেই ডেঙ্গু হয়েছে একথা ভেবে আতঙ্কিত হবার কোনও কারন নেই। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মারফৎ জানা গিয়েছে যে, এ বছর এখনও পর্যন্ত শহরে ২৮০ জন ব্যক্তি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। চিকিৎসার পর তাদের মধ্যে ২ জন ছাড়া বাকিরা প্রায় প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে নিয়মিত সমন্বয় রক্ষা করে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন কাজ করছে। সুতরাং ডেঙ্গু নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না, আতঙ্ক ছড়াবেন না ডেঙ্গু সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন, পুর নিগমকে ও স্বাস্থ্যদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন।

ধন্যবাদান্তে -

(অশোক ভট্টাচার্য্য)
মেয়র,
শিলিগুড়ি পৌর নিগম।

তারিখ - ০৭/০৯/২০১৭